সম্পাদক
শাহাদত চৌধুরী
নির্বাহী সম্পাদক
মোহসিউল আদনান
প্রধান প্রতিবেদক
গোলাম মোর্তোজা
প্রতিবেদক
জয়ন্ত আচার্য
সাইফুল হাসান, বদরুদ্দোজা বাবু
সহযোগী প্রতিবেদক
বদরুল আলম নাবিল
আসাদুর রহমান, রুহুল তাপস
প্রদায়ক
জসিম মল্লিক
প্রধান আলোকচিত্রী
ডেভিড বারিকদার
আলোকচিত্রী
তুহিন হোসেন
নিয়মিত লেখক
আসজাদুল কিবরিয়া, নাসিম আহমেদ
সুমী শাহাবুদ্দিন, জুটন চৌধুরী
ফাহিম হুসাইন
চট্টগ্রাম প্রতিনিধি
সুমি খান
যশোর প্রতিনিধি
মামুন রহমান
সিলেট প্রতিনিধি
নিজামুল হক বিপুল
বিশেষ বিদেশ প্রতিনিধি
মিজানুর রহমান খান
হলিউড প্রতিনিধি
মুনাওয়ার হুসাইন পিয়াল
জার্মানি প্রতিনিধি
সরাফউদ্দিন আহমেদ
নিউইয়র্ক প্রতিনিধি
আকবর হায়দার কিরণ
কম্পিউটার গ্রাফিক্স প্রধান
নূরুল কবীর
প্রযুক্তি উপদেষ্টা
শাহরিয়ার ইকবাল রাজ
শিল্প নির্দেশক
কনক আদিত্য
কর্মাধ্যক্ষ
শামসুল আলম

যোগাযোগ
৯৬/৯৭ নিউ ইস্কাটন, ঢাকা-১০০০
পিএবিএক্স ঃ **৯৩৫০৯৫১ - ৩**
সার্কুলেশন/বিজ্ঞাপন ঃ **৯৩৪৯৪৫৯**
ফ্যাক্স ঃ **৯৩৫০৯৫৪**
চট্টগ্রাম অফিস : ১৪/ক, এসি দত্ত লেন, পাথরঘাটা, চট্টগ্রাম ৪০০০
ইমেল ঃ info@shaptahik2000.com

দাম ঃ ১৫ টাকা

মিডিয়াওয়ার্ল্ড লিমিটেড
৫২ মতিঝিল বা/এ, ঢাকা-১০০০-এর পক্ষে **মাহফুজ আনাম** কর্তৃক প্রকাশিত ও **ট্রান্সক্রাফট লিঃ**, ২২৯ তেজগাঁও শিল্প এলাকা, ঢাকা-১২০৮ থেকে মুদ্রিত।

www.shaptahik2000.com

সম্পাদকীয়

স্বাধীনতা পরবর্তী দেশের আর্থ সামাজিক উন্নয়নে এনজিওগুলো নানা ধরনের কার্যক্রম চালিয়ে আসছে। দারিদ্র্য বিমোচন, নারীর ক্ষমতায়ন, নিরক্ষরতা দূরীকরণে এনজিওগুলোর রয়েছে বিশেষ ভূমিকা। তবে তাদের কার্যক্রম প্রশ্নাতীত নয়। এনজিওগুলোর বিরুদ্ধে সবচেয়ে বড় অভিযোগ বিদেশ থেকে টাকা আনে গরিব মানুষের কথা বলে। এ টাকা তারা ব্যয় করে মুষ্টিমেয় কয়েকজন কর্মকর্তার ভাগ্যোন্নয়নে। অলাভজনক প্রতিষ্ঠান হয়েও অনেকে নেমেছে মাল্টি ন্যাশনাল ব্যবসায়। তাদের বিরুদ্ধে এখন সবচেয়ে বড় অভিযোগ রাজনীতির সঙ্গে সম্পৃক্ততা। তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অধীনে '৯৬-এর সংসদ নির্বাচনের সময় এ অভিযোগগুলো জোরালো হয়ে আসতে থাকে। গত সংসদ নির্বাচনে কিছু এনজিও সরাসরি দলের পক্ষে কাজ করেছে। বর্তমান এডাবের সভাপতি প্রশিকার কাজী ফারুকের রয়েছে আওয়ামী লীগার হিসেবে পরিচিতি।

জোট সরকার ক্ষমতায় আসার পর এনজিওগুলো নিয়ে শুরু হয় টানাপড়েন। সরকার আওয়ামী সমর্থিত এনজিওকে রাশ টেনে ধরতে চায়। বিভিন্ন বিধি নিষেধ আরোপ করে। আওয়ামী লীগের প্রতিপক্ষ একটি এনজিও গ্রুপ দাঁড় করাতে চেষ্টা করে।

সম্প্রতি সাভারে গণস্বাস্থ্য কেন্দ্রে অনুষ্ঠিত হয় সম্মেলন। এ সম্মেলনে আত্মপ্রকাশ করেছে ব্র্যাকের চেয়ারপারসন ফজলে হাসান আবেদের নেতৃত্বে জাতীয় এনজিও সমন্বয় কমিটি। মূলত এ সম্মেলনের পরেই অপরাপর সংগঠনের মতো রাজনৈতিকভাবে এনজিওগুলো দুই ভাগে বিভক্ত হয়ে পড়ল। বড় এনজিওগুলোর রাজনৈতিক পরিচয়ে সংকটে পড়েছে ছোট এনজিওগুলো। টানাপড়েনে বর্তমান এনজিওগুলো সংকটাপন্ন অবস্থার মধ্য দিয়ে অতিবাহিত করছে। এনজিওদের বর্তমান পরিস্থিতি নিয়ে সাপ্তাহিক ২০০০-এর সঙ্গে খেলামেলা কথা বলেছেন ব্র্যাকের চেয়ারপারসন ফজলে হাসান আবেদ। তিনি দিয়েছেন এনজিওকে রাজনীতি মুক্ত করার প্রতিশ্রুতি।

রাজনৈতিক কাদা ছোড়াছুড়িতে দেশের এনজিওগুলোর অগ্রযাত্রা সংকটাপন্ন হয়ে উঠতে পারে। এমনিতে ঋণে সার্ভিস চার্জ অধিক হওয়ায় এনজিওগুলোর বিরুদ্ধে জনগণের ক্ষোভ বাড়ছে। দেশের বৃহত্তর স্বার্থে এনজিওগুলোর উচিত রাজনৈতিক বিতর্কে না জড়িয়ে জনগণের উন্নয়নে কাজ করা।

দেশের সাধারণ জনগণের কষ্টার্জিত সঞ্চয় নিয়ে স্বার্থান্বেষী মহলের চলছে নানা ধরনের প্রতারণা। যশোরের কাজল হন্ডি ব্যবসার নামে সহস্র কোটি টাকা হাতিয়ে নিয়েছিল। খাঁটি ইসলামী ব্যবসার নামে জনগণের পুঁজি নিয়ে আইসিটিএল প্রতারণা করেছে। জিজিএনের প্রতারণা ধরা পড়েও বন্ধ হয়নি ব্যবসা। এখন সেই ব্যবসার নামে ডেসটিনি নেমেছে। প্রলোভনে পড়ে জনগণ বিনিয়োগ করছে পুঁজি। আবারও তারা প্রতারিত হতে পারে। আগে থেকে সরকারকে এ বিষয়ে সতর্ক হতে হবে।